৭২

তারিখ ... 08 FEB 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২ ......

দৈনিক বাংলা

শিক্ষাই শক্তি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ণাঢ্য সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ও চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়া প্রধান অতিথির ভাষণে বলেছেন, শিক্ষিতের হার কম হওয়ায় আমাদের দেশ পিছিয়ে আছে। তিনি দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের ওপর জোর দিয়েছেন।

আমাদের দেশ দ্রুত উন্নয়নে আগ্রহী ও সংকল্পবদ্ধ। দেশ ও দেশবাসীর দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার অভিশাপ মোচন এবং বিশ্বদরবারে মর্যাদার আসন অর্জনই আমাদের জাতির নজিরবিহীন স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আশা-তিতিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু শিক্ষিত জনশক্তি এবং দেশপ্রেমিক ও সচেতন সমাজের অভাবে এই বাঞ্ছিত লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারছি না। কারণ, গতিতে মন্থরতা, পদে পদে বাধা। প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া বলেছেন ঃ "শিক্ষার হার কম থাকায় আমরা পেছনে পড়ে আছি। দারিদ্র্য, কুসংস্কার, শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছি আমরা সবাই। দারিদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চনার অবসানে তাই আমাদের শিক্ষার হার বাড়ানো জরুরী হয়ে পড়েছে। একমাত্র শিক্ষাই জাতীয় উন্নয়নে আনতে পারে গতিশীলতা।" তিনি জোর দিয়ে বলেন, "শিক্ষাই শক্তি। শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।" এই সত্য উপলব্ধি করে শিক্ষা বিকাশে, শিক্ষার আলোতে সমগ্র দেশ ও সমাজকে আলোকিত করতে উদ্যোগী হতে হবে দেশের সবাইকে।

আমাদের শিক্ষা হতে হবে দেশের বাস্তবতা, জনসাধারণের প্রয়োজন এবং সময়ের উপযোগী। দেশবাসীকে একদিকে যেমন তাদের অধিকার, দায়িত্ব ও শক্তি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে, অন্যদিকে তেমনি গড়ে তুলতে হবে জীবিকা অর্জন ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করার শক্তিসম্পন্ন করে। প্রথমে শিশু থেকে বয়স্ক পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিককে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে, পরে দিতে হবে জীবিকাধর্মী কারিগরি ও বৃত্তিকরী শিক্ষা। সব ধরনের উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণামূলক শিক্ষারও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে প্রথম পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষা এবং জীবিকা উপার্জনোপযোগী শিক্ষাকেই বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার অপরিহার্য। এই বিশ্বাস থেকেই বর্তমান সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করেছেন। গরীব ঘরের শিশুদের বিদ্যালয়ে আনার জন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। গ্রাম ও মফস্বল অঞ্চলের মেয়েদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। জোরদার করা হয়েছে বয়স্ক শিক্ষাব্যবস্থাও। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই সরবরাহ করা হচ্ছে। এসব প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার একটি স্বাধীন জাতির উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে মনোযোগ দিয়েছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার উপর জোর দেয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় গবেষণার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে সরকার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে জাতির বৃহত্তর মংগলের জন্য তাকে ফলপ্রসূ করে তোলা অত্যাবশ্যক। কর্মসূচীগুলির রূপায়ণে দেশের সবাইকে যথাসাধ্য অবদান রাখতে হবে। শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ এবং নির্ধারিত সময়ে শিক্ষা সমাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই শিক্ষার আলোর ঝলকানিতে দেশ উদ্ভাসিত হবে। দেশবাসী পাবে তার সুফল। প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেন, বর্তমান সরকার বিশ্বাস করে—শিক্ষার প্রসার ঘটলে আমাদের জাতীয় জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান হবে। আমাদের সম্ভাবনার সকল দিক প্রস্ফুটিত হবে। আমরা যদি সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রেখে অন্তত একযুগ নিষ্ঠার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যেতে পারি, তাহলে এশিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়া আমাদের জন্য অসম্ভব নয়। জাতির কল্যাণকামী ও শুভবুদ্ধিশীল প্রতিটি নাগরিকই একথার সঙ্গে একমত।